সার ডিলার নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে জামায়াতের সংবাদ সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গা জেলায় সার ডিলার নিয়োগে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণের অভিযোগ তুলে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা।

দলটির দাবি, জেলায় ৪৫ জন সার ডিলারের মধ্যে ৪২ জনই বিএনপির দলীয় লোক। তবে এ দাবির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বুধবার (২১ অক্টোবর) সকাল ১১টায় চুয়াডাঙ্গায় দলটির জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ ও দাবি তুলে ধরা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য, জেলা জামায়াতের আমির ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য মো. রুহুল আমিনসহ দলীয় নেতাকর্মীরা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ২০২৬ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলার চার উপজেলায় ৪৫টি সার ডিলারশিপের বিপরীতে ৬৪২টি আবেদন জমা পড়েছে। এই নিয়োগপ্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব, দলীয়করণ ও যোগ্য আবেদনকারীদের বঞ্চিত করার অভিযোগ উঠেছে।

এসব অভিযোগের সত্যতা নিরপেক্ষভাবে যাচাই করে নিয়োগের প্রতিটি ধাপে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয়, আবেদনকারীদের যোগ্যতা, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, গুদাম ও আর্থিক সক্ষমতা যথাযথভাবে যাচাই করা হয়েছে কি না এবং নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ করে প্রার্থী নির্বাচন করা হয়েছে কি না, তা প্রকাশ করতে হবে। ডিলারশিপ পাইয়ে দেওয়ার নামে অর্থ লেনদেন বা ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ থাকলে তা তদন্ত করে প্রমাণের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে আট দফা দাবি তুলে ধরে জামায়াত নেতারা বলেন,

নিয়োগপ্রক্রিয়া তদন্তে নিরপেক্ষ কমিটি গঠন, নির্বাচিত প্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাই, নিয়োগের মানদণ্ড ও ফলাফল প্রকাশ এবং আবেদনকারীদের অভিযোগ জানানোর সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেলে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানান তাঁরা। পাশাপাশি তদন্ত চলাকালে প্রয়োজন হলে আইনগত ক্ষমতার আওতায় অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

লিখিত বক্তব্যে জেলা প্রশাসন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি নিয়োগপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।

একই সঙ্গে দলীয় পরিচয় বা ব্যক্তিগত প্রভাবের পরিবর্তে যোগ্যতা, সততা ও কৃষকসেবার সক্ষমতার ভিত্তিতে সার ডিলার নিয়োগ এবং কৃষকদের কাছে নির্ধারিত মূল্যে সময়মতো সার পৌঁছে দেওয়ার দাবি জানায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা।

ঝিনাইদহে ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের আয়োজনে জেলা পরিষদ প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬-এর ফাইনাল খেলা উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) সকালে জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্টের পৃষ্ঠপোষক, ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের প্রশাসক ও ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এম. এ. মজিদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্টের সদস্য সচিব জাহিদুজ্জামান মনা, নির্বাহী সদস্য ও জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি মুন্সি কামাল আজাদ পান্নু, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, সিনিয়র

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, জেলা যুবদলের সভাপতি আহসান হাবিব রনক, আয়ুব হোসেন রানা, মাহবুবুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা আসাদুজ্জামানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, আগামী ৮ আগস্ট (শনিবার) বিকেল ৩টায় জেলা পরিষদ প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬-এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

এ সময় আয়োজকরা জানান, ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক এবং প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব রাশেদ খানের সম্মতি পাওয়া গেছে।

জেলা পরিষদের প্রশাসক অ্যাডভোকেট এম. এ. মজিদ বলেন, খেলাটি সকল দর্শকের জন্য উন্মুক্ত এবং বিনামূল্যে উপভোগ করা যাবে। তিনি জেলার সর্বস্তরের মানুষকে মাঠে এসে ফাইনাল খেলা উপভোগ করার আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে চাঁদাবাজির অভিযোগে যুবদল নেতাকে ফাঁসানোর প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহে সালিশের নামে চাঁদাবাজির নাটক সাজিয়ে যুবদল নেতাকে ফাঁসানোর অভিযোগ উঠেছে। সালিশে রাজি না হওয়ায় ও ভিকটিমের পরিবারের পক্ষে কথা বলার কারণে যুবদল নেতাকে কৌশলে ফাঁসানো হয়েছে বলেও দাবি করেছেন সনাতনী সম্প্রদায়ের কয়েকজন।

ওই ঘটনার প্রতিবাদে ভুক্তভোগী সনাতনী সম্প্রদায়ের ব্যানারে সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করা হয়।

সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী প্রেমা রানী সাহা।

ভুক্তভোগী নারী তার বক্তব্যে জানান, ফরিদপুর সদর উপজেলার বোয়ালমারি এলাকার প্রণয় সাহার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। পরে নানা কারণে বনিবনা না হওয়ায় ওই নারী তার স্বামীকে তালাক দেন।

এ নিয়ে স্বামীর পরিবারের লোকজন ওই নারী সহ তার বাবা, মা কে হত্যার হুমকি দেয়। এতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওই নারী ও তার পরিবারের সদস্যরা প্রতিবেশী যুবদল নেতা আতিয়ার রহমানের স্মরণাপন্ন হন।

আতিয়ার রহমান ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুহাটি ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি ছিলেন। পরে যুবদল নেতা আতিয়ার রহমান ওই নারীর তালাকপ্রাপ্ত স্বামী ও স্বজনদের সঙ্গে মোবাইল ফোনে কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, ফরিদপুরের প্রণয় সাহা তার সাবেক স্ত্রীর প্রতিবেশী ও যুবদল নেতা আতিয়ারকে চাঁদার বিনিময়ে পারিবারিক সমস্যা সমাধান করার অনুরোধ জানায়।

ওই সময় যুবদল নেতা আতিয়ার ও ভুক্তভোগী নারী প্রেমা সাহা ও তার স্বজনরা মোবাইল ফোনের কথোপকথন শুনেন। এক পর্যায়ে আতিয়ার রহমান চাঁদা বা অনৈতিক ভাবে অর্থ লেনদেনের বিনিময়ে পারিবারিক সমস্যা মিটিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়।

এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই নারীর তালাকপ্রাপ্ত স্বামী কথোপকথনের একটি রেকর্ড কাটছাট করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। বিষয়টি নজরে এলে সম্প্রতি ঝিনাইদহ জেলা যুবদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত আদেশে যুবদল নেতা আতিয়ার রহমানকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে প্রেমা রানী সাহা বলেন, আতিয়ার রহমান ভাই আমাদের প্রতিবেশী। তিনি গ্রামের সকল সনাতনীদের দেখাশোনা করেন। আজকে তাকে ফাসানো হয়েছে। আমার সাবেক স্বামীর সঙ্গে যখন যুবদল নেতা আতিয়ার রহমানের কথা হচ্ছিল, আমার মা-বাবা ও আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমরা সবাই কথোপকথন শুনেছি।

সেখানে চাঁদাবাজি বা চাঁদা দাবির কোনো কথাই ছিল না। আতিয়ার ভাই, আমাদের পক্ষ নেয়ার কারণে তাকে ফাসিয়ে দিয়ে দল থেকে বহিষ্কার করানো হয়েছে। আমরা তাঁর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার চাই।

মেহেরপুরে ক্রয়কৃত জমি দখলের চেষ্টা ও ফসল নষ্টের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা মাঠে ক্রয়কৃত জমি দখলের চেষ্টা, ফসল নষ্ট, ভাঙচুর ও চুরির অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগী ইস্তাদুল হক অভিযোগ করেছেন, দুর্বৃত্তরা তার ১০ কাঠা জমির কলাগাছ কেটে দিয়েছে। একই সঙ্গে ১২ কাঠা জমিতে আবাদ করা পাট ক্ষেতে ক্ষতিকর কীটনাশক প্রয়োগ করে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। এছাড়া তার ব্যবহৃত স্যালো মেশিন ভাঙচুর করে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি করে নিয়ে গেছে।

গত ২৯ মে সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা মাঠে এ ঘটনা ঘটে বলে তিনি দাবি করেন।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার ১৯ নম্বর দক্ষিণ শালিকা মৌজায় ক্রয়কৃত জমি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা, ফসল নষ্ট, ভাঙচুর, চুরি এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ করে আসছেন ইস্তাদুল হক।

তিনি জানান, দক্ষিণ শালিকা মৌজার আরএস ২৫৯৯ দাগের ৪২ শতক, আরএস ৩১০৬ দাগের ৩২ শতক এবং আরএস ৩০৭২ দাগের ২০ শতক জমির মূল মালিক ছিলেন তাহাজ উদ্দিন শেখ। তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে মেয়ে সায়রা খাতুন, আমিরুন্নেসা এবং ছেলে আখতারুল ওই জমির মালিক ও দখলদার হন। পরবর্তীতে তাদের কাছ থেকে ২০১৪ সালের ২২ অক্টোবর ৫৯৫৬/১৪ নম্বর রেজিস্ট্রি কবলা দলিলমূলে মোট ৪০ শতক জমি বৈধভাবে ক্রয় করেন ইস্তাদুল হক।

তার দাবি, জমি ক্রয়ের পর থেকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণভাবে জমি ভোগদখল করে বিভিন্ন ফসলের আবাদ করে আসছেন। বর্তমানে ওই জমিতে কলা ও পাটের চাষ রয়েছে।

ইস্তাদুল হক অভিযোগ করেন, সালাম ও আলতাফের কু-পরামর্শে কদর আলী, জাইদুল ও ছাকাত দীর্ঘদিন ধরে তার ক্রয়কৃত জমি দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। এ বিষয়ে কদর আলী ২০১৩ সালে মেহেরপুর যুগ্ম জেলা জজ

১ম আদালতে একটি মামলা দায়ের করলেও ২০১৭ সালের ২২ আগস্ট চূড়ান্ত শুনানি শেষে বাদীর অনুপস্থিতিতে আদালত মামলাটি খারিজ করে দেন।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, মামলায় পরাজিত হওয়ার পরও প্রতিপক্ষরা বিভিন্নভাবে তাকে হয়রানি করে আসছে। ২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর তার গম ক্ষেতে ক্ষতিকর কীটনাশক স্প্রে করে ফসলের ক্ষতি করা হয়। এছাড়া চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি জমির সব কলাগাছ কেটে ফেলা হয়।

এ ঘটনায় দায়ের করা একটি মামলা বর্তমানে মেহেরপুর সহকারী জজ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। মামলার নম্বর দেং-৩৩/২৬।

উল্লেখ্য, এর আগেও দক্ষিণ শালিকা মৌজার একই জমি নিয়ে ফসল কর্তন, জমি দখলে বাধা এবং হত্যার হুমকির অভিযোগে কদর আলী, জাইদুল ও ছাকাতের বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন ইস্তাদুল হক।

গাংনীতে ভিজিএফের চাল বিতরণ নিয়ে উপজেলা জামায়াতের সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নে ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রমে অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও সন্ত্রাসী আচরণের অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামী।

বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলা জামায়াতের কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উপজেলা জামায়াতের আমির রবিউল ইসলাম। তিনি অভিযোগ করে বলেন, ষোলটাকা ইউনিয়নের বর্তমান প্যানেল চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুনের স্বামী আবুল হোসেন কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধি বা সরকারি কর্মচারী না হয়েও ভিজিএফের চাল বিতরণ কার্যক্রমে প্রভাব বিস্তার করছেন এবং পুরো বিতরণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করছেন।

ঝিনাইদহে শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচন বাতিলের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ জেলা বাস, মিনিবাস, কোচ ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের পাতানো নির্বাচন বাতিলের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করেছে শ্রমিকদের একাংশ।

বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সকালে ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে সাধারণ শ্রমিকদের ব্যানারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ দাবী করা হয়। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শ্রমিক নেতা আমির ফয়সাল মহাব্বত।

শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, আগামী ২৫ এপ্রিল সংগঠনটির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু নির্বাচন হওয়ার আগে থেকে নানা অনিয়ম করা হচ্ছে। প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র একটি পদে কিনলেও তা কাটা-ছেড়া করে অন্য পদে জমা দিয়েছে কিছু শ্রমিক নেতা। ইলেকশন হলেও সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ৪ টি পদে পছন্দের শ্রমিকদের সিলেকশন করা হয়েছে।

মহব্বত অভিযোগ করে বলেন, আমি কার্যকরী সভাপতি পদে মনোনয়নপত্র কিনেছিলাম। টাকা জমা দিয়েছিলাম ১৬ হাজার ৪০০ টাকা। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর আমারটা পদ কেটে সহ-সভাপতি পদে জমা দেওয়া হয়েছে। যেটা সম্পুর্ণ বেআইনি।

হানিফ খাঁন নামের এক শ্রমিক অভিযোগ করেন, আমি মনোনয়নপত্র কিনেছিলাম যুগ্ম সম্পাদক পদে। সেই অনুযায়ী নির্ধারিত টাকাও জমা দিয়েছি। কিন্তু আমার সেই পদ কেটে দেওয়া হয়েছে সহ-সাধারণ সম্পাদক। ৪ জনকে সিলেকশন করার জন্য কিছু শ্রমিক নেতা এই অনিয়ম করেছে। পাতানো নির্বাচনের অভিযোগ এনে শ্রমিকরা এই তফসীল বাতিল করে পুনরায় তফসীল ঘোষণা করে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবী জানান। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে নির্বাচন বাতিল করা না হলে সড়ক অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচীর ঘোষণা দেন তারা।

এ ব্যাপারে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সহকারী নির্বাচন কমিশনার রোকনুজ্জামান রানু বলেন, কিছু শ্রমিক যে অভিযোগ করেছেন তার

সত্যতা নেই। তারা নিজেরাই স্বাক্ষর করে নিজ নিজ পদে ফরম সংগ্রহ করেছেন।

আর সিলেকশনের ব্যাপারে তিনি বলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা সরে যাওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় কিছু পদে ভোট হচ্ছে না। বাকি পদগুলোতে সঠিক নিয়মেই নির্বাচন হবে। নিয়মের বাইরে কিছু করার সুযোগ নেই।

মেহেরপুরে জামায়াতের কেন্দ্রীয় আমীরের আগমন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

আগামীকাল সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীর ডা. শফিকুর রহমানের মেহেরপুরে আগমন উপলক্ষে জেলায় কর্মরত প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও মাল্টিমিডিয়া মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে আজ রবিবার (২৫ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় শহরের সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন। তিনি বলেন, জামায়াতের কেন্দ্রীয় আমীর ডা. শফিকুর রহমান নির্বাচনী কার্যক্রমে এর আগে কখনো মেহেরপুরে আসেননি। এটি মেহেরপুরবাসীর জন্য একটি আকাঙ্ক্ষিত আগমন। এ উপলক্ষে আমাদের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, শহরের প্রাণকেন্দ্র সরকারি হাই স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে সমাবেশের ভেন্যু নির্ধারণ করা হয়েছে। শহরের বাইরে থেকে আগত মানুষের গাড়ি শহরের ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। তারা শহরের বাইরে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে সমাবেশস্থলে আসবেন। এ বিষয়ে প্রশাসনের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে এবং তারা সহযোগিতা করবেন বলে

আশ্বাস দিয়েছেন, যাতে জনসাধারণের দুর্ভোগ না হয়।

ইকবাল হোসেন বলেন, মেইন রোড খোলা রাখা হবে, তবে কিছু পকেট রোড সাময়িকভাবে বন্ধ থাকতে পারে। আমাদের নিজস্ব ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি প্রশাসনের ট্রাফিক ব্যবস্থাও থাকবে। আমীরে জামায়াতের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছি।

তিনি বলেন, আগামীকালের সমাবেশ মেহেরপুরবাসীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হবে। মেহেরপুরের যে সকল অপূর্ণতা রয়েছে, আমীরে জামায়াত তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে সেগুলো তুলে ধরবেন এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে সেগুলো বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করবেন।

সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি আগামী ২৬ জানুয়ারি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীরের মেহেরপুর আগমন উপলক্ষে সকল সাংবাদিকদের উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়।

ঝিনাইদহে অপপ্রচারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত ঐতিহাসিক প্রেমের উপাখ্যানখ্যাত শাহ গাজীকালু-চম্পাবতীর মাজার কমিটির বিরুদ্ধে অপপ্রচারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার বারবাজারের বাদুরগাছা গ্রামের মাজার প্রাঙ্গণে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন করেণ মাজার কমিটি। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মাজারের সভাপতি মোঃ মাহাবুবুর রহমান।

সেসময় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মনিরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক

আশিকুর রহমান, সহ-সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন, কোষাধ্যক্ষ শফিকুল ইসলামসহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়, একটি মহল সম্প্রতি মাজারের কমিটির বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের মিথ্যা অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে। যার কোন ভিত্তি বা প্রমাণ নেয়।

কমিটির নেতৃবৃন্দ জানান, প্রতিবছর মাজারে দুটি বড় মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। একটি ফাল্গুন মাসে, অন্যটি ভাদ্র মাসে। সর্বশেষ আয়োজিত মাহফিলে বিভিন্ন খাত থেকে আয় হয়েছিল ৪ লাখ ৩৮ হাজার ১১৬ টাকা। এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১ লাখ ৯২ হাজার ৯২০ টাকা। অবশিষ্ট ৩ লাখ ৩৮ হাজার ১১৬ টাকা বর্তমানে বারবাজার সোনালী ব্যাংকে জমা আছে। তাই প্রশ্ন থেকেই যায়-এখানে ১৫ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আসলো কীভাবে?

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা দাবি করেন, বিগত ১৭ বছর ধরে যারা মাজার কমিটি পরিচালনা করেছেন, তারা কখনোই আর্থিক হিসাব দেননি, এমনকি কোনো ব্যাংক হিসাবও খোলা হয়নি। অথচ বর্তমান কমিটি গঠিত হওয়ার পর থেকেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ঝিনাইদহে স্বামীর পরকীয়ার প্রতিবাদে স্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন

পরকীয়ার পরবর্তী সময়ে বিবাহ করে স্ত্রীসহ সন্তানদের নির্যাতন করে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ায় স্বামীর বিরুদ্ধে সন্তানসহ স্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন।

সোমবার বেলা ১২টার সময় ঝিনাইদহ জেলা প্রেস ইউনিটির কার্যালয়ে ভুক্তভোগী সন্তানসহ স্ত্রী লিখিত অভিযোগপত্র পাঠ করে সংবাদ সম্মেলন করেন।

স্ত্রী সোনিয়া সুলতানা (৩৪), পিতা আসলাম গাজী, মাতা সাজেদা বেগম, গ্রাম আশাশুনি পৌরসভা ৬নং ওয়ার্ড, সাতক্ষীরা।

বিগত ২০১১ সালে গার্মেন্টসে কাজের সন্ধানে ঢাকার আশুলিয়ায় যান। গার্মেন্টসে কাজ করার সময় মানিকগঞ্জের মোঃ রতন শিকদার, পিতা মৃত এলাহী, মাতা খোদেজা-এর সঙ্গে পরিচয় হয়। এরপর দুই পরিবারের সম্মতিতে একই বছরের ১৫ মার্চ সাভারের নবীনগরে স্থানীয় এক কাজী অফিসে গিয়ে আমাদের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

বিবাহের পর থেকে আমাদের সংসার জীবন সুখময় কাটতে থাকে। আমরা দুজন গার্মেন্টসে চাকরি করে সেই অর্থ দিয়ে সাভারের তৈয়বপুর গ্রামে, ডাকঘর জিরাবো, ১৩৪১ সাভার, ঢাকায় স্বামীর নামে জমি ক্রয় করে সরল বিশ্বাসে সেখানে একটি বাসা বাড়ি করি। সংসার জীবনে প্রথমে একটি কন্যা সন্তান জন্ম হয় মরিয়ম, যার বর্তমান বয়স ১৩ বছর। এরপর দ্বিতীয় পুত্র সন্তান তানজিল, যার বর্তমান বয়স ৯ বছর। তৃতীয় সন্তান মেয়ে জন্মের কয়েক দিন পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

এই সোনার সংসারে বরিশালের জান্নাত নামে এক মেয়ের পরকীয়ায় পড়ে আমার স্বামী রতন শিকদার। পরকীয়ার জেরে সংসারে নেমে আসে আমার ও আমার সন্তানদের উপর নির্যাতনের ইস্টিমরোলার। পরকীয়ার জেরে জান্নাত নামের সেই মেয়েকে বিবাহ করে। বিবাহের পর জান্নাতকে পাঠিয়ে দেয় জর্ডান নামক দেশে। এবার নির্যাতনের তীব্রতা শুরু হয় আরও যন্ত্রণাদায়কভাবে। শেষ পর্যন্ত প্রায় বিবাহযোগ্য মেয়ে ও ছেলেসহ আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।

আমি এখন কোথায় যাব? সারাজীবন কষ্টে অর্জিত অর্থ দিয়ে যে বাড়ি বানিয়েছিলাম স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে, সেটাও আমাকে বঞ্চিত করল আমার স্বামী রতন শিকদার। আমি আমার সেই সোনার সংসার ফিরে পেতে এবং সন্তানদের কল্যাণে তাদের নিয়ে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছি। বর্তমানে আমি ঝিনাইদহ শহরে সন্তানদের নিয়ে মামার বাড়িতে অবস্থান করছি।

কন্যা সন্তান মরিয়মের কাছে জানতে চাইলে ক্রন্দনরত অবস্থায় বলেন, আমরা পিতার কাছে আমার মাকে নিয়ে আগের মতো করে বাঁচতে চাই। আমরা কী অপরাধ করেছি? আমাদের বাবা-মাকে একসাথে সংসার জীবনে দেখতে চাই।

কালীগঞ্জে জমির ন্যায্য মূল্যের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ-যশোর মহাসড়ক ৬ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত জমি ও ভবনের ন্যায্য মুল্য নিশ্চিতের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন করেছে জমি ও ভবন মালিকরা।

শনিবার (২৩ আগস্ট) বেলা ১১টার সময় কালীগঞ্জ উপজেলা শহরের মটর মালিক সমিতির কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, স্থানীয় পত্রিকা দৈনিক নবচিত্র পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ও উপজেলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্ব শহিদুল ইসলাম। এসময় কালীগঞ্জ উপজেলার অধিগ্রহনকৃত জমির শতাধিক মালিক উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, ২০২০ সালে ৬ লেন প্রকল্প পাশ হওয়ার পর ২০২২ সালে জমি ও ভবন অধিগ্রহনের কাজ শুরু করে। অধিগ্রহনে যে জমি বর্তমান মুল্য ৫ লাখ টাকা শতক সেই জমির মূল্য দেওয়া হচ্ছে ১হাজার ৮শ টাকা। অনেক স্থানে জমি বাণিজ্যিক হলেও তা ধরা হয়েছে ডোবা বা ধানী শ্রেণির। ৭ধারায় আবেদন করলেও প্রশাসন জমি মালিকদের না ডেকে ৮ ধারার নোটিশ দেওয়া হয়েছে এই নোটিশ অনুযায়ি সড়কের উভয় পাশের জমি শ্রেণি অনুযায়ি এক শতক জমির বর্তমান বাজার মূল্য ৫ থেকে ৪০ লাখ টাকা। সেখানে এসব জমির মূল্য কোথাও কোথাও ২ থেকে ৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। যা কিনা অর্ধশত বছর পূর্বের মৌজা রেট। এমন হটকারী মূল্যে জমি অধিগ্রহনের ফলে পথে বসতে চলেছে কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজার থেকে ফুলবাড়ি পর্যন্ত ১৯টি মৌজার প্রায় ৪ হাজার জমির মালিক। তিনি আরো বলেন, সড়কের দুই পাশে যেসব জমি নিয়ে আমরা ব্যবসা ও বসবাস করছি, তা আমাদের বাপ দাদার সম্পত্তি। বংশানুক্রমে আমরা এসব ভূমি ব্যবহার করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে আসছি। তাই অধিগ্রহণকৃত জমির ৮ ধারা প্রত্যাহার ও জমি ও ভবনের যে মূল্য নির্ধারন করা হয়েছে তা বন্ধ করে পুনরায় সার্ভে করে স্থাপনা ও জমির বর্তমান মুল্য নির্ধারনের দাবী জানান। তাদের দাবি মানা না হলে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে আমরা আইনি হস্তক্ষেপ, হরতাল ও

অবরোধের মত কঠোর আন্দোলনের পথ বেছে নেব। বিষয়টি শুরাহার জন্য জমির মালিকরা কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।